দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ ... 20 MAR 2007 ..
পৃষ্ঠা 7 · কলাম ৫

কোচিং সেন্টারে ভর্তির প্রশ্ন বিক্রি

চট্টগ্রাম মেরিন একাডেমীর প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তাসহ ৪ জন আটক

চট্টগ্রাম ব্যুরো

প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে র‍্যাব আটক করেছে চট্টগ্রামস্থ মেরিন একাডেমীর প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তাসহ ৪ জনকে। প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা আবুল হাসেম ভূইয়া দীর্ঘদিন থেকে মেরিন-একাডেমীর ভর্তি পরিক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করে তা মোটা অংকের বিনিময়ে ঢাকা-চট্টগ্রামে কয়েকটি কোচিং সেন্টারে বিক্রি করার মাধ্যমে কোটি টাকা উপার্জন ১১-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

চট্টগ্রাম মেরিন একাডেমীর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করেছেন। তার সহযোগী হিসেবে আটক করা হয়েছে মেরিন একাডেমীর স্টেনোগ্রাফার জাকির হোসেন ও ইউনিটি নামের মেরিন ভর্তি কোচিং সেন্টারের মালিক রেজাউল করিম চৌধুরী এবং তার সহযোগী আব্দুল হালিমকে। গ্রেফতারের পর পতেঙ্গাস্থ র‍্যাব সদর দফতরে গতকাল (সোমবার) তাদের দিনভর জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে তারা দীর্ঘ ২০ বছর থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁস করে তা বিক্রির চাঞ্চল্যকর কাহিনী বর্ণনা করে। জানা গেছে, প্রতি বছরই ভর্তি পরীক্ষার আগে তৈরীকৃত প্রশ্নপত্র প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তার মাধ্যমে ফাঁস করা হতো। তাকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করত একাডেমীতে তার পিএ হিসেবে দায়িত্বরত স্টেনো জাকির হোসেন। তার মাধ্যমে এসব প্রশ্ন চট্টগ্রামের আইস ফ্যাক্টরী রোডস্থ ব্রেইন ওয়াশ, ঢাকা ইউনিটি এবং মেরিন গাইড নামের তিনটি কোচিং সেন্টারে পৌঁছে যেত। কোচিং সেন্টারের মালিকরা তাদের ছাত্রদের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা নিয়ে পরীক্ষার আগে প্রশ্নপত্র বিক্রি করত। একসেট প্রশ্নের জন্য প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা সর্বোচ্চ আড়াই থেকে ৩ লাখ টাকা পর্যন্ত পেতেন। এ ধরনের অবৈধ অপকর্মের মাধ্যমে ওই চক্রটি ঢাকা-চট্টগ্রামে দীর্ঘদিন থেকে জমজমাট ব্যবসা চালিয়ে আসছিল। সম্প্রতি গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র‍্যাব-৭ চট্টগ্রামের সদস্যরা এ ব্যাপারে তথ্যানুসন্ধানে মাঠে নামেন। ব্যাপক তথ্য প্রমাণ হাতে পেয়ে রোববার রাতে ওই ৪ জনকে আটক করা হয়। এর সাথে জড়িত অপর সদস্যদের পাকড়াও করার অভিযান চলছে। র‍্যাব সূত্র জানায়, মেরিন একাডেমীর দুই কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আটক করার পর জিজ্ঞাসাবাদ শেষে মেরিন একাডেমীর জিম্মায় সোপর্দ করা হচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে একাডেমী কর্তৃপক্ষ আইনগত ব্যবস্থা নেবে। কোচিং সেন্টারের সাথে জড়িত ওই দু'জনকে আসামী করে এ ব্যাপারে মামলা করা হয়েছে।